118432 - কাজ উদ্ধাররে জন্য অর্থ প্রদান করা কখন ঘুষ হসিবেে গণ্য হবে; আর কখন গণ্য হবে না?

প্রশ্ন

আমি একটি কুরয়িার কোম্পানতিে হসিাবরক্ষক হসিবেে কাজ করি। সম্প্রতি আমি আবষ্কিার করছে যি, আমি যে কোম্পানতিে কাজ করি, সটেি কছিু পণ্য খালাস করার জন্য কছিু কর্মচারীকে ঘুষ বা এ জাতীয় জনিসি দয়ে। আমি এই কোম্পানতিে হসিাবরক্ষক হসিবেে কাজ করি। তাই কোম্পানরি পরচিালককে আমি এই অর্থ দইি যাতে করে তনিি কর্মীদরেকে ঘুষ হসিবেে দতিে পারনে। আমি এটি উদঘাটন করতে পরেছে। আমার কি পাপ হবে? এ অবস্থায় আমার করণীয় কী?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

ঘুষ আদান-প্রদান জায়যে নইে। এটি কবীরা গুনাহসমূহরে অন্তর্ভুক্ত। দললি হলো: আহমদ (৬৭৯১) ও আবু দাউদ (৩৫৮০) বর্ণনা করনে: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদয়িাল্লাহু আনহুমা বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতাকে অভশিাপ দয়িছেনে।[শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল বইয়ে (২৬২১) এটকিে সহহি বলে গণ্য করছেনে]

কন্তিু এর ব্যতক্রিম হলো:

১- যদি ব্যক্তি ঘুষ প্রদান করা ছাড়া নজিরে অধকিার আদায় করতে না পার। এমতাবস্থায় ঘুষ প্রদান করা জায়যে মর্মে আলমেরা উল্লখে করছেনে। সক্ষেত্রে ঘুষগ্রহীতার জন্য হারাম হবে; ঘুষদাতার জন্য নয়। ইতঃপূর্বে (70516) ও (72268) নং প্রশ্নরে উত্তরে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়ছে।

তাই যদি অর্থ প্রদান করা ছাড়া চালান খালাস করা সম্ভব না হয় কংিবা না দলিে চালান খালাসে বলিম্ব হয় এবং মালকি ক্ষতগ্রিস্ত হয়; এমতাবস্থায় অর্থ প্রদান করা জায়যে হবে; তবে গ্রহীতার জন্য হারাম।

২- নজিরে উপর থকেে যুলুমকে প্রতহিত করা বা হ্রাস করার জন্য অর্থ প্রদান করা। এতে কোনো সমস্যা নইে।

৩- এমন ব্যক্তি বা অফসিকে অর্থ প্রদান করা যারা কর্তৃপক্ষরে কাছে গয়িে খালাসরে কাজ সম্পন্ন করে আনব। এতওে সমস্যা নইে। এটি ঘুষ নয়, বরং ভাড়া।

দুই:

পরিচালক যা নিচ্ছেন তা যদি পূর্বোক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে পড়ে তাহলে সে কাজে অর্থ প্রদান করতে এবং তা নথিভুক্ত করতে কোনো আপত্তি নেই।

কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে এটি ঘুষ; নিষিদ্ধ জিনিসিপত্র খালাসের জন্য এটি প্রদান করা হয় অথবা এটি না দিয়ে কোনো ক্ষতিকর বিলম্ব ছাড়াই পণ্য খালাস করা সম্ভব অথবা উপরে বর্ণিতার যে রূপগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত না হয়ে ভিন্ন কোন রূপ হয় তাহলে এ বাবদ অর্থ প্রদান করা বা সেটি নথিভুক্ত করা আপনার জন্য জায়েয হবে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“তোমরা সৎকাজ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করো, আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।”[সূরা আল-মায়েদা: ২]

আপনার উচিত পরিচালককে উপদেশ দেওয়া এবং তাকে বোঝানো যে ঘুষ আদান-প্রদান উভয়টি হারাম, এই কাজে সাহায্য করাও হারাম। জেনে রাখুন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন এবং তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। যে তাঁকে আঁকড়ে ধরে আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন। সুতরাং সত্য জানতে পারলে মানুষের ভয়ে সত্য বলা থেকে যেন কোনো কিছু আপনাকে বাধা না দেয়।

ইমাম আহমদ (11030), তিরমিযী (2191) ও ইবনে মাজাহ (4007) আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সূত্রে বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে বলেন: “সাবধান! কেউ যখন কোন সত্য কথা জানবে, তখন তাকে মানুষের ভয় যেন সেই সত্য বলা থেকে বিরত না রাখে।”[হাদীসটি শাইখ আলবানী সহীহু ইবনে মাজাহ গ্রন্থে সহীহ বলে গণ্য করেছেন]

আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাকে এমন কাজ করার তৌফিক দান করুন, যা তিনি পছন্দ করেন এবং যা তাকে সন্তুষ্ট করে।

আল্লাহ সর্বজ্ঞ।